অধ্যায় 6

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)

অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

- 6.1 সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)
  - 6.1.1 সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা (Definition of Social Control)
  - 6.1.2 সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Purpose of Social Control)
  - 6.1.3 সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধরন (Type of Social Control)

6.1 সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)

সমাজস্থ মানুষকে সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত করাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। বিভিন্ন স্বার্থচেতনা ব্যক্তিকে নানাভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে। অনিয়ন্ত্রিত স্বার্থচেতনা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। জৈবিক তাড়না বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ সামাজিক সংহতি এবং শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে যেমন অনেক বিপদ ও সমস্যার সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি মানুষ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে অনেক সমস্যা ও বিপদ সংঘটিত হয়। তাই যানবাহনের মতো মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই নিয়ন্ত্রণ বা লক্ষণরেখাকে সার্বিকভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

6.1.1 সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা (Definition of Social Control)

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন সংজ্ঞার অবতারণা করেছেন। এগুলি হল—

- রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ **রস** (Edward A Ross) তাঁর বিখ্যাত 'Social Control' শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন, "Social

421—12

করতে সাহস পায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়দায়িত্ব সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ওপর বর্তায়।

5 **সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান (Dissolve Social Conflict) :** সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তির সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিকে যেহেতু সামাজিক অনুশাসনের শিক্ষা দেয়, সেহেতু এখানে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত না থাকাটাই স্বাভাবিক। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শুধু ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির অনভিপ্রেত আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রতিরোধ করে।

6 **সামাজিক বিচ্যুতিমূলক আচরণের সংকোচন (Reduce of Deviant Behaviour) :** ব্যক্তির বিচ্যুতিমূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ব্যক্তি সমাজ-বহির্ভূত বা সমাজবিচ্যুতিমূলক আচরণ করার সাহস পায় না। কোনো ব্যক্তির যে-কোনো ধরনের বিরুদ্ধাচরণ অন্য ব্যক্তি তথা সমাজের কাছে ক্ষতিকারক। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ তার বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা ব্যক্তির বিচ্যুতিমূলক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ-অনুমোদিত পথে চলতে শেখায়।

7 **সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা (Maintain Social Order) :** সর্বোপরি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। শান্তি-শৃঙ্খলাহীন সমাজ মানেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভাব। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটলে যে-কোনো সমাজ অস্থির হয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ব্যক্তির নৈতিক আচার-আচরণকে বজায় রাখার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। তাই যে-কোনো ধরনের ব্যক্তি তথা সামাজিক উশৃঙ্খলতাকে প্রতিরোধ করে সামাজিক শৃঙ্খলতাকে রক্ষা করা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তির একটি শৃঙ্খলিত জীবন গঠন করা সম্ভব।

6.1.3 সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধরন (Type of Social Control)

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরন, পন্থা, পদ্ধতি এবং গুরুত্বের ওপর বিচার করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। যেমন—

কার্ল ম্যানহেইম (Karl Mannheim) সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন।

❶ **প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Social Control) :** প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় যে, সমস্ত উপায় বা পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তির আচার-আচরণকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এই সমস্ত উপায় বা পদ্ধতিগুলি ব্যক্তির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে আইন-আদালত এবং পুলিশ-প্রশাসন ইত্যাদি।

❷ **পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Indirect Social Control) :** পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ঠিক বিপরীত অবস্থা। পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় যে সমস্ত উপায় বা পদ্ধতিগুলি পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এই ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণগুলি ব্যক্তি তার অজান্তেই মেনে চলে। পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং রীতিনীতি ইত্যাদি।

● **কিম্বল ইয়ং** (Kimball Young) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে এগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

❶ **ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Positive Social Control) :** ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত উপায় বা পদ্ধতিগুলিকে যার দ্বারা ব্যক্তির পালনীয় আচার-আচরণকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সমাজের জন্য হিতকারী বা মঙ্গলজনক আচার-আচরণকে পুনরায় অনুসরণ করার জন্য ব্যক্তিবর্গকে সবসময় উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশেষ আচরণের জন্য ব্যক্তিকে বিশেষ প্রশংসা করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং পুরস্কার প্রদান করা ইত্যাদি।

❷ **নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Negative Social Control) :** নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ঠিক বিপরীত। নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তির অবাঞ্ছিত আচার-আচরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে সামাজিক নিন্দামন্দ, ভর্ৎসনা, এমনকি শাস্তিবিধানের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়। এই ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তির আচার-আচরণকে সবসময় অনুৎসাহিত করা হয়। নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে নিন্দামন্দ, আর্থিক জরিমানা, শারীরিক শাস্তিবিধান এমনকি একঘরে করে রাখা বা সামাজিকভাবে বয়কট করা।

তবে যাই হোক, সমাজস্থ ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজে কতকগুলি উপায় বা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এই সমস্ত উপায় বা পদ্ধতিগুলিকে সাধারণত দু-ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। যা—Ⓐ অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal Means of Social Control), Ⓑ বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Formal Means of Social Control)।

এই দুই প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

Ⓐ **অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Informal Means of Social Control) :** অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ—

❶ **সামাজিক রীতিনীতি (Social Norms) :** সামাজিক রীতিনীতি হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা পদ্ধতি। সামাজিক রীতিনীতির অভাবে মানুষের মধ্যে অসামাজিক আচরণ এবং বিপথগামিতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সামাজিক রীতিনীতিগুলি সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক বা বাহক। সামাজিক রীতিনীতিগুলি আত্মস্থ করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিমানুষ সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কোনো মানবশিশু সামাজিক রীতিনীতিগুলি আত্মস্থ করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথকে প্রশস্ত করে।

❷ **সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values) :** সামাজিক মূল্যবোধ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও এটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তির নৈতিক মানদণ্ড, বিচারবুদ্ধি, বিবেক এবং ভালোমন্দ সম্পর্কে ধ্যানধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলি সামাজিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা কোনো ব্যক্তি তার সমাজ অনুমোদিত পথে চলতে শেখে। সামাজিক মূল্যবোধ জাগরিত হলে কোনো ব্যক্তি তার আচার-আচরণকে সংযত করে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথকে প্রশস্ত করে।

❸ **লোকাচার (Folkways) :** লোকাচার হল দৈনন্দিন জীবনের প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ যেগুলি মানুষ অভ্যাসবশতই মেনে চলে। লোকাচারগুলি ব্যক্তিবর্গের অজান্তেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। কোনো ব্যক্তি যদি লোকাচার মেনে না চলে, তাহলে সমাজ তাকে নিন্দামন্দ করে। লোকাচারের উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা।

❹ **লোকনীতি (Mores) :** লোকনীতিগুলি হল অবশ্যপালনীয় আচার-আচরণ। লোকাচারের মতো লোকনীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা

পদ্ধতি। লোকনীতি মেনে চলা ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। লোকনীতি ভঙ্গকারী ব্যক্তি সমাজ কর্তৃক শাস্তি পেতে পারে। সুতরাং লোকাচার ও লোকনীতি ব্যক্তির আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

5. **প্রথা (Customs) :** প্রথা হল মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাস বা প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ বা সমাজ-অনুমোদিত আচরণ। তাই মানুষ দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ-অনুমোদিত আচার-আচরণকে কখনোই লঙ্ঘন করতে পারে না। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় মানুষ সর্বদাই প্রথামতো কাজ করতে বাধ্য। প্রথা ব্যক্তির আচার-আচরণকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথকে সুগম করে। যেমন বলা যেতে পারে, আমাদের দেশে দুজন ব্যক্তির দেখা হলে, তারা পরস্পর পরস্পরকে করজোড়ে নমস্কার করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে, আবার ইংল্যান্ডে পরস্পর পরস্পরকে করমর্দন বা চুম্বন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

6. **বিশ্বাস (Belief) :** বিশ্বাস সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা পদ্ধতি হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসে বশবর্তী হয়ে প্রত্যেকটি মানুষ তার জাগতিক কাজকর্ম করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ভারতীয়রা ইহজন্মে এবং পরজন্মে বিশ্বাসী। সুতরাং পরজন্মে সুখ-সমৃদ্ধি লাভের আশায় সে ইহজন্মে অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকেন এবং সৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। আবার অনেকেই জীব হত্যা মহাপাপ বলে বিশ্বাস করেন এবং উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং মানুষের যে-কোনো ধরনের বিশ্বাস প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

7. **আদর্শ (Ideology) :** প্রতিটি সমাজে কতগুলি আদর্শ বা মতবাদ প্রচলিত থাকে। এই সমস্ত আদর্শ বা মতবাদগুলি ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং চিন্তা-চেতনাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। তাই সমাজজীবনের প্রত্যেকটি মতাদর্শের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। এই সমস্ত মতাদর্শগুলি ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ মূল্যবোধ সরবরাহ করে। যেমন, সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আদর্শের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গান্ধিবাদ, নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদি।

8. **ধর্ম (Religion) :** ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধর্মীয় বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

ধর্মীয় অনুশাসন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে সংযত করে। ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে কোনো ব্যক্তি অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎপথে পরিচালিত হতে পারে। আবার অনেক সময় ধর্মীয় ভাবাবেগ ব্যক্তিকে বিপথগামী করতে পারে।

❾ **শিল্প-সাহিত্য (Art and Literature) :** শিল্প-সাহিত্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা পদ্ধতি। শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব মানুষের চরিত্রে অপরিসীম। শিল্প-সাহিত্য মানুষের রুচিবোধ তৈরি করে এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। এককথায় শিল্প-সাহিত্যগুলি মানসিক বিকাশ ও সুনাগরিক গঠন করতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বই পড়ার কথা বলা যেতে পারে। ভালো বই সৎ মানসিকতাসম্পন্ন এবং চরিত্রবান হতে সাহায্য করে।

❿ **জনমত (Public Opinion) :** সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে সংগঠিত জনমত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। জনমতের মাধ্যমে আলোচনা, সমালোচনা এবং তিরস্কার প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তির কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক অসামাজিক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

Ⓑ **বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Formal Means of Social Control) :** বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম বা উপায়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

❶ **শিক্ষা (Education) :** বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে শিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা হল সমাজ গঠন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল উপাদান। শিক্ষা ব্যক্তির নৈতিক এবং সামাজিক গুণাবলিগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা এবং স্বচ্ছ ধ্যানধারণা গড়ে তোলে। তবে এক্ষেত্রে দরকার পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। একমাত্র স্বচ্ছ এবং পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকের সুস্থ-সবল মানসিকতা গঠন করা সম্ভব। শিক্ষা যে-কোনো ব্যক্তির মূল চালিকাশক্তি।

❷ **আইন (Law) :** দেশের আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিধিবদ্ধ উপাদানগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেশের নাগরিকদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের অনুশাসন জারি করা হয়। আইন মেনে কাজ করা

বাধ্যতামূলক। আইন অমান্যকারীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, পুলিশ প্রশাসন এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। এই শাস্তির ভয়ে সকলেই আইন মেনে চলে। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন একটি প্রত্যক্ষ মাধ্যম।

3. **বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি (Coercion) :** ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের মতো বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কোনো সমাজবিরোধীর ওপর প্রত্যক্ষ বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি করে এর তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়। তবে এই বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি দু-ভাবে সংঘটিত হয়। **প্রথমত,** অপরাধীকে শারীরিকভাবে শাস্তিবিধান করে; **দ্বিতীয়ত,** তার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে অসহযোগিতা, যেমন—ধর্মঘট বা বয়কট করে তার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তি শারীরিক নিগ্রহ বা সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে সমাজ-অনুমোদিত পথে চলতে বাধ্য হয়। সুতরাং বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম (Agencies of Social Control) : সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম পরিলক্ষিত হয়। দেশ-কাল এবং সময়ভেদে এই সমস্ত মাধ্যমগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিধিবদ্ধ এবং অবিধিবদ্ধ উপায় বা পদ্ধতিগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে পরিচিত—

1. **পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ (Control by Family) :** পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবারের মধ্যে শিশু প্রাথমিক সামজিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক প্রথা, লোকাচার এবং লোকনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। পারিবারিক শিক্ষা শিশু থেকে বয়স্ক যে-কোনো ব্যক্তির বৃহত্তর জগতে প্রবেশের প্রাথমিক ক্ষেত্র। পাছে পারিবারিক সুনাম বিনষ্ট হয় এই ভয়ে কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক বা সমাজবিরোধীমূলক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। প্রাথমিকভাবে আমরা সকলেই পরিবারের ভয়ে সমাজ-সুনির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য হই। সুতরাং পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাথমিক মাধ্যম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

❷ **রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ (Control by State) :** পরিবারের মতো রাষ্ট্রও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রাষ্ট্র আইনকানুন এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করে ব্যক্তি তথা নাগরিক সমাজের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলাটা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে রাষ্ট্র বিশেষ শাস্তি প্রদান করতে পারে। রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে আইনের অনুশাসন প্রচলন করে। এই আইনের অনুশাসন মেনে যে-কোনো অধিবাসী বা নাগরিকবৃন্দ প্রাত্যহিক আচার-আচরণ বা কাজকর্ম করে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

❸ **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ (Control by Educational Institutions) :** সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা হল সমাজ গঠন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল উপাদান। শিক্ষা ব্যক্তির নৈতিক এবং সামাজিক গুণাবলিগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা এবং স্বচ্ছ ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে দরকার পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। একমাত্র স্বচ্ছ এবং পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকের সুস্থ-সবল মানসিকতা গঠন করা সম্ভব। শিক্ষা যে-কোনো ব্যক্তির মূল চালিকাশক্তি। তাই **স্বামী বিবেকানন্দ** বলেছেন, "Education is the manifestation of perfection already in man." অর্থাৎ, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাগুলি প্রকাশিত হয়।

❹ **চাপ সৃষ্টি বা বল প্রয়োগ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ (Control by Coercion) :** চাপ সৃষ্টি বা বল প্রয়োগ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের মতো বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন, কোনো সমাজবিরোধীর ওপর প্রত্যক্ষ বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি করে এর তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়। তবে এই বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি দু-ভাবে সংঘটিত হয়—**প্রথমত,** অপরাধী ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে শাস্তিবিধান করে; **দ্বিতীয়ত,** তার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে অসহযোগিতা যেমন ধর্মঘট বা বয়কট করে তার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তি শারীরিক নিগ্রহ বা সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে সমাজ-অনুমোদিত পথে চলতে বাধ্য হয়। সুতরাং বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

5 **জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ (Control by Public Opinion) :** ব্যক্তির ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে জনমত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে সংগঠিত জনমত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি দ্রুত এবং শক্তিশালী মাধ্যম। জনমতের মাধ্যমে আলোচনা, সমালোচনা এবং তিরস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক অসামাজিক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

6 **প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ (Control by Propaganda) :** কোনো বিজ্ঞপ্তি বা প্রচার সাধারণত বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারিত বিষয়গুলি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিশেষ কোনো আদর্শ বা মতামত যেগুলি সাধারণত জনগণের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাত্যহিক আচার-আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তিমূলক প্রচারিত বিষয়গুলি আবার বিশেষভাবে জনমত গঠন করতে সহায়তা করে। এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি সাধারণত স্বাস্থ্য দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শুল্ক দপ্তর এবং জনসংযোগ রক্ষাকারী দপ্তরগুলি প্রচারিত করে থাকে। যেমন লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, "কন্যা সন্তানও হবে রত্ন, যদি পায় শিক্ষা আর যত্ন"।

7 **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ (Control by Religious Institutions) :** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যে-কোনো ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, প্রথা এবং পদ্ধতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধর্মীয় বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ধর্মীয় অনুশাসন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে সংযত করে। ধর্মীয় নির্দেশ দ্বারা ব্যক্তি অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে পরিচালিত হয়। আবার অনেক সময় ধর্মীয় ভাবাবেগ ব্যক্তিকে বিপথগামী করতে পারে।

8 **লোকাচার ও লোকনীতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ (Control by Folkways and Mores) :** সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল লোকাচার এবং

লোকনীতি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণগুলি এই লোকাচার ও লোকনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এগুলো ব্যক্তিবর্গের অজান্তেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কোনো ব্যক্তি যদি লোকাচার এবং লোকনীতি মেনে না চলে তাহলে সমাজ তার নিন্দামন্দ করে, এমনকি শাস্তির ব্যবস্থাও করে। লোকাচার এবং লোকনীতির উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দৈনন্দিন খাদ্যাখাদ্য, চালচলন, আদবকায়দা এবং পোশাক-আশাক। লোকনীতিগুলি হল অবশ্যপালনীয় আচার-আচরণ। লোকনীতি মেনে চলা ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। লোকনীতি ভঙ্গকারী ব্যক্তি সমাজ কর্তৃক শাস্তি পেতে পারে। সুতরাং লোকাচার ও লোকনীতি ব্যক্তির আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

❾ **শিল্প-সাহিত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ (Control by Art and Literature) :** শিল্প-সাহিত্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম। মানুষের মনোজগতের ওপর শিল্প-সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করা যায় না। তাই স্বাভাবিক কারণেই মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণকে শিল্প-সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সংগীত, সাহিত্য, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কাব্য, নাটক, সিনেমা এবং উপন্যাস মানুষের চরিত্র গঠনে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে। এগুলির ওপর ভিত্তি করে মানুষের চিন্তাভাবনা, প্রেমপ্রীতি, দয়া-মায়া এবং বিভিন্ন রুচিবোধের সৃষ্টি হয়। যেমন কোনো ভালো সিনেমার ঘটনা বা চরিত্র মানুষের মধ্যে সুকুমারবৃত্তিকে জাগ্রত করে। আবার বিপরীতক্রমে পর্নোগ্রাফির প্রদর্শন অপরাধপ্রবণতা এবং বিকৃত রুচিবোধের জন্ম দেয়।

❿ **গণমাধ্যম কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ (Control by Mass Media) :** আধুনিক যুগে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যম বিশেষভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমগুলির মধ্যে খবরের কাগজ, রেডিয়ো, টিভি এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানকালে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তির আচার-আচরণের ওপর দ্রুত প্রভাব ফেলছে। আধুনিক যুবসমাজের মধ্যে গণমাধ্যম অধিক সক্রিয়। তাদের আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং বর্তমান সামাজিক মাধ্যমের সহজলভ্যতার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয় প্রয়োজনীয়

খাদ্যাখাদ্য, পোশাক-আশাক এবং সাজগোজ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা মাধ্যমগুলি মূলত সমাজব্যবস্থায় এক সামাজিক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। সামাজিক প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল রাখতে এবং সুস্থ-সামাজিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সমস্ত উপায় বা পদ্ধতিগুলির ভূমিকা অপরিসীম। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রেখে এর গতিধারাকে অব্যাহত রাখে।

নমুনা প্রশ্নাবলি (Model Questions)

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Essay Type Questions)

1. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝো? সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরনগুলো আলোচনা করো। (What do you mean by Social Control? Discuss the various types of Social Control.)
2. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দাও। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করো। (Define Social Control. Discuss various agencies of Social Control.)
3. সমসাময়িক সমাজে সামজিক নিয়ন্ত্রণের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে বিভিন্ন মাধ্যমগুলো আলোচনা করো। (Discuss different agencies of Social Control with reference to their relevance to contemporary society.)
4. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য কী কী? সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করো। (What is the significance of Social Control? Discuss the role of education and mass media in Social Control.)
5. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করো। (Discuss the role of religion as an agent of Social Control.)
6. বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখো। (Write a brief eassy on the formal means of Social Control.)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Type Questions)

সংজ্ঞা দাও/ব্যাখ্যা করো (Define/Explain) :

1. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)
2. প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Social Control)
3. পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Indirect Social Control)